পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ৩
শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন

উপমডিউল ৭
সামাজিক বিজ্ঞান

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড

(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি)

লেখক: রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা।
মোঃ ইসলাম মিয়া, সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, টাঙ্গাইল সদর।

প্রধান সমন্বয়ক: ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ডেপুটি সমন্বয়ক: দিলীপ কুমার বণিক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি ৪), ডিপিই।

সম্পাদক: মোঃ ইসলাম মিয়া
সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, টাঙ্গাইল সদর।

সহযোগী সম্পাদক: মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

শিক্ষাক্রম সমন্বয়ক: ছাদেকুন নাহার
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

পরিমার্জনকারী: রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ।
মোহঃ সাইদুল হক, ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি, যশোর সদর, যশোর।

প্রুফ সম্পাদনা : এম এ মান্নান
সম্পাদনা সহকারী, দৈনিক বাংলা পত্রিকা
গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

প্রকাশনা:

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ডিসেম্বর, ২০২৩

মুখবন্ধ

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দেড় বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে, যা সকল শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষকগণ সাধারণত চাকরি জীবনের প্রথমদিকেই এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করে থাকেন। সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তন হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ (২০২১) বাস্তবায়ন। আর এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ৬৭টি পিটিআইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য চলমান ডিপিএড প্রশিক্ষণের পরিবর্তে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রবর্তিত বিপিটিটি কোর্সটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি কোর্স, যেখানে শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান (Pedagogical Knowledge), বিষয়জ্ঞান (Subject Knowledge) ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান (Pedagogical Content Knowledge)-এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ শুরুতেই মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিপিটিটি) কোর্স গ্রহণ করার সুযোগ পেলে বিদ্যালয় পর্যায়ে এটি বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবে।

এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এটি বাস্তবায়নের সাথে আগামীতে যাঁরা সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা।

(ফরিদ আহাম্মদ)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারেনি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমাত্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই সামজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনকালে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক প্রয়াস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া একটি পাঠে কখনো একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণীয় বা সহজবোধ্য মনে হবে না যতক্ষণ না সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোন উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউলটিও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মডিউল-৩: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন উপমডিউল-০৭: সামাজিক বিজ্ঞান	১	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম	১
	২	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা	৭
	৩	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার	১১
	৪	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপকরণ	১৩
	৫	শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করে পাঠ অনুশীলন (১ম-২য় শ্রেণি)	১৫
	৬	শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করে পাঠ অনুশীলন (৩য়-৫ম শ্রেণি)	১৫

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

এ তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করতে হবে। এ তথ্যপুস্তকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। মূলতঃ সামাজিক বিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমাত্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই সামজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনকালে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক প্রয়াস গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষকগণ যাতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম পর্যায়

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নেবেন। কারণ যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হবে।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

- একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্বঅনুচিন্তন লিখে রাখবেন। আপনার মন্তব্য বা লেখার সাথে তথ্যপুস্তকের বিষয়ের সাথে যোগসূত্র খুঁজে নেবেন।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা ভিন্নতা পেলে তা মিলিয়ে নেবেন যা আপনার দৈনন্দিন শিখ- শেখানোর কাজে বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় পর্যায়

- তথ্যপুস্তটি প্রশিক্ষণকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য করবেন। শিখন-শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরন অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অধিবেশন : ০১	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম

তথ্যপত্র: ০১
সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিস্তরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

গ. শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সমন্বয় করতে পারবেন।

অংশ ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ২০০২, ২০১১ এবং ২০২১ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়েছে। বর্তমানে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ সালে চালু রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের মতো সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন শিক্ষকের দক্ষতা, সক্রিয়তা, আন্তরিকতা ও বিষয়জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট দিক সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক ১০টি যোগ্যতা

১. বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।

৪. বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা, মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৬. ব্যক্তিজীবনে নৈতিক ও মানবিক আচরণ (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সদাচার, ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা) করতে পারা।

৭. বাংলাদেশের মানচিত্র, ভৌগোলিক পরিচয়, আয়তন, সীমানা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (ভূমিরূপ, নদ-নদী) এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানি-রপ্তানী) এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও পুনর্ব্যবহারে ভূমিকা রাখা।

৮. বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জেনে সকল ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

৯. আর্থিক সাক্ষরতা (হিসাব-নিকাশ, লেন-দেন, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার, সঞ্চয়ী মনোভাব) অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করা ।

১০. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

অংশ খ (১)

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
[১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।	১.১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।	১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জেনে তা সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির আর্থ-সামাজিক প্রভাব জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।
[২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।	২.১ বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল সহপাঠীর সাথে মিলেমিশে চলা, তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করা।	২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	২.১ সমাজের সকলের সাথে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	২.১ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা।	২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং তাদের চাহিদা অনুধাবনপূর্বক সহযোগিতা করা।

[৩] বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।	৩.১ নিজের দেশ ও জাতির পিতাকে জেনে দেশকে ভালোবাসা।	৩.১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	৩.১ জাতির পিতার শৈশব সম্পর্কে জেনে তাঁর আদর্শ ধারণ করা।	৩.১ জাতির পিতার ছাত্রজীবনের মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি সম্পর্কিত ঘটনাবলি আগ্রহের সাথে জেনে অনুসরণ করতে পারা।	৩.১ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও অবদান জেনে তাঁর জীবনাদর্শ ধারণ করা।
[৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৪.১ পৃথিবীর আদিবাসী হিসেবে আগ্রহের সাথে নিজের অবস্থান বুঝতে পারা।	৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৪.১ মহাদেশ, মহাসাগর সম্পর্কে জেনে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহী হওয়া।	৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা।	৪.১ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবন করে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
[৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা. সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৫.১. নিজের বেড়ে ওঠায় পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	৫.১ পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	৫.১ পরিবারের ছোট ও বড়দের প্রতি করণীয় বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ সমাজ সম্পর্কে জেনে আগ্রহের সাথে সমাজের প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।

অংশ খ (২) : শিখনফলের তালিকা

শ্রেণি	শিখনফল
১ম	৩.১.১ নিজ দেশের পরিচয় বলতে পারবে।

১ম	৩.১.৩ বাংলাদেশ ও জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করবে।
১ম	৫.৩.১ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	২.১.১ নিজের ও সহপাঠীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	২.১.৩ সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।
১ম	৫.৪.১ সড়ক চলাচলে ব্যবহৃত ট্রাফিক বাতির সংকেতসমূহের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	২.১.২ শিশুর জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
২য়	৩.২.১ জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৬.২.২ নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২য়	৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৯.১.১ ব্যক্তিগত জীবনে টাকার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	৯.১.৩ ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়ী হতে সচেষ্ট হবে।
৩য়	৫.৪.৩ শিশুর অধিকার অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
৩য়	৭.১.১ মানচিত্রে দিক চিহ্নিত করতে পারবে।
৩য়	৭.৩.২ জনসংখ্যা ও সম্পদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
৩য়	৩.১.৩ নিজের জীবনে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যের প্রতি মানবিক আচরণ করতে পারবে।
৩য়	৩.৩.৫ জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করতে পারবে।
৩য়	৫.২.৩ সুরক্ষায় বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।
৪র্থ	২.১.১ সমাজের প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪র্থ	২.২.৩ জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করতে পারবে।
৪র্থ	৩.১.৩ জাতির পিতার মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি অনুসরণ করতে পাববে।
৪র্থ	৫.২.২ নাগরিক অধিকার অর্জনের উপায়সমূহ বলতে পারবে।
৪র্থ	৭.১.৩ নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করতে পারবে।
৪র্থ	৯.১.২ সঞ্চয়ের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৫ম	২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫ম	৩.১.৩ বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।

৫ম	৪.২.৪ সার্ক, ওআইসি ও জাতিসংঘের ধারণা থেকে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে।
৫ম	৫.২.২ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৬.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৭.৫.৩ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অংশ খ (৩) : বিষয়ভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফলের এবং বিষয়বস্তুর সম্পর্ক

১ম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশে ভূমিকা রাখা।	১.১.১ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে।	পরিবেশ

২য় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।	২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	২.১.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারবে।	প্রতিবেশীর পরিচয়

৩য় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[৩] বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।	৩.১ জাতির পিতার শৈশব সম্পর্কে জেনে তাঁর আদর্শ ধারণ করা।	৩.১.১ জাতির পিতার শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারবে।	জাতির পিতার শৈশব

৪র্থ শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা।	৪.১.১ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে।	এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

৫ম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা. সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া	৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১.১ রাষ্ট্রের ধারণা বলতে পারবে।	রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অধিবেশন: ০২	সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

তথ্যপত্র: ০২
সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (৩য় - ৫ম শ্রেণি)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ৩য় - ৫ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে পারবেন;

গ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, মূল্যায়ন টুলস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ ক: পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

১. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

৫. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে।

৬. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়েছে।

৮. পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

৯. বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ম্যাট্রিক্স সংযোজন করা হয়েছে।

১০. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভান্ডার দেওয়া আছে।

অংশ খঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ-সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে যাতে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বইগুলোতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীগণ বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করবে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারবে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে শিক্ষার্থীকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করাই এ বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নারী-পুরুষের সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের কথা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যম কীভাবে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করা যায় তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলো রচনা করা হয়েছে।

অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করে সুস্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় একজন নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার বিষয়টিও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অংশ গঃ শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন টুলস

পাঠ্যপুস্তকে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসবকিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার ওপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে। শিক্ষকের জন্য পরামর্শ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও সৃজনশীলতার বিকাশ হবে। ক্ষেত্রভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) মূল্যায়নের নিমিত্তে যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশটি পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাইয়ের (যাচাই করি) কাজ দেয়া আছে। যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়নের জন্য জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রশ্নাবলি, বিভিন্ন ছক সংযোজন করা হয়েছে।

পদ্ধতি: কোনো পাঠের নির্ধারিত শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামগ্রিকভাবে যে প্রধান উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি।

কৌশল: পদ্ধতির একটা অংশ হচ্ছে কৌশল। ফলপ্রসূ শিখন শেখানো কেবল একটি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়েই একটি বিষয়বস্তু ফলপ্রসূভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব। কৌশল হলো একটি পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড।

পদ্ধতি হলো একটি পাঠের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'পদ্ধতি' কৌশল হিসেবে আবার কৌশলও 'পদ্ধতি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: 'প্রশ্নোত্তর' একটা পদ্ধতি আবার আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনায় 'প্রশ্নোত্তর' একটা কৌশল। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির দুটি পাঠের জন্য সংশ্লিষ্ট কিছু পদ্ধতির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

পদ্ধতি	বিষয়বস্তু
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি,অভিনয় পদ্ধতি	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ (৩য় শ্রেণি, অধ্যায়-১) গণতান্ত্রিক মনোভাব (৫ম শ্রেণি, অধ্যায়-১০)
একটা বিষয়বস্তু একাধিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়। তবে শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে নেবেন।	

পদ্ধতি ও কৌশলের কতিপয় উদাহরণ

পদ্ধতি	কৌশল
বক্তৃতা	প্রশ্নোত্তর
বিতর্ক	পর্যবেক্ষণ
প্রজেক্ট	অংশগ্রহণ
প্রদর্শন	নোট নেওয়া
অভিনয়	একক কাজ
গল্প বলা	দলীয় কাজ
প্রশ্নোত্তর	সাক্ষাৎকার
পর্যবেক্ষণ	ব্রেইন স্টর্মিং
শ্রেণিকরণ	মার্কেট প্লেস
অনুসন্ধান	জার্নাল লেখা
ফিস বোন	সমাজ জরিপ
আলোচনা	জোড়ায় কাজ
বর্ণনামূলক	লিখতে দেওয়া
শিক্ষা ভ্রমণ	আঁকতে দেওয়া
মাইন্ড ম্যাপিং	ধারণা মানচিত্র
আরোপিত কাজ	থিংক পিয়ার শেয়ার
সমস্যা সমাধান পদ্ধতি	অভিনয় করতে দেওয়া
.....	.....

অধিবেশনঃ ০৩	শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার

সহায়ক তথ্য : ৩
শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার (১ম ও ২য় শ্রেণি)

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষক সহায়িকার মূল বিষয়বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন পাঠের অংশ/ধাপগুলো চিহ্নিত করে বলতে পারবেন;

গ. শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার নির্দেশনা অনুসরণ করে পাঠের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

অংশ ক

শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষক সহায়িকায় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক সহায়িকায় শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. শিক্ষক সহায়িকাটি শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী করে রচনা হয়েছে।

৫. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৬. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক সহজ থেকে কঠিন অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়েছে।

৮. শিক্ষক সহায়িকায় প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

অংশ খ

শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার নির্দেশনা

১. প্রতিটি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

৬. পাঠ-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ হাতে-কলমে বিশেষ গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।
- পরিকল্পিত কাজে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- কাজের ফলাফল শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৮. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনমূল্যায়ন করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর আন্তঃবিষয় (Inter-diciplinary) যোগ্যতাসমূহ [যেমন- শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা-বিষয়ক দক্ষতা] বিবেচনায় নিয়ে শিখন- শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করবেন।

১০. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পূর্বেই পাঠের সময় বিভাজন করবেন।

অধিবেশন : ০৪	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপকরণ

তথ্যপত্র: ৪

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপকরণ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠোপযোগী উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা ও শিখনফল অনুযায়ী শিখনফল নির্বাচন করতে পারবেন;

খ. পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. পাঠোপযোগী উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল বলতে পারবেন।

অংশ ক : শিক্ষা উপকরণ

পাঠদানকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বা কোন পাঠের শিখনফল স্বল্প সময়ে, আনন্দের সাথে, সহজভাবে ও অধিকতর স্থায়ীভাবে অর্জনের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্য কথায়, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল যথাযথভাবে অর্জনে যে সকল উপকরণ শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

অংশ ক-১ : সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপকরণের তালিকা

১. দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ

* **বাস্তব উপকরণ :** গাছ, পাতা, জাতীয় পতাকা, বই, পেনসিল ইত্যাদি ।
* **মডেল :** শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, সেতু, গ্লোব, ফল ইত্যাদি ।
* **চার্ট :** জাতীয় প্রতীক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মহাদেশ, জনসংখ্যার চার্ট ইত্যাদি ।
* **ছবি :** প্রাকৃতিক দৃশ্য, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বিদ্যালয়, পেশাজীবী মানুষ ইত্যাদি ।
* **মানচিত্র :** পৃথিবী, মহাদেশ, দেশ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি ।
* **পোস্টার :** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ইত্যাদির পোস্টার ।

২. শ্রুতিনির্ভর উপকরণ : রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ।

৩. দর্শন-শ্রবণনির্ভর উপকরণ: টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি।

অংশ খ- ১ : পাঠভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার কৌশল

- সকলের দৃষ্টিগোচর করে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- প্রথমে বাস্তব ও পরে অর্ধবাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।

- উপকরণ যখনই প্রয়োজন তখনই প্রদর্শন করতে হবে।
- যে উপকরণ যতক্ষণ প্রয়োজন তা ততক্ষণ সেটা প্রদর্শন করতে হবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে উপকরণ ব্যবহার করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই উপকরণের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- শ্রেণি উপোযোগী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

অংশ খ- ২: উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল

- শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী আলাদা করে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- চার্ট, পোস্টার, মানচিত্র, ছবি উপকরণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ছোট ছোট জড়বস্তু বা মডেল আলমারিতে বা বাক্সে রাখতে হবে।
- উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- দামি যন্ত্রপাতি প্রধান শিক্ষকের আলমারিতে রাখতে হবে।
- উইপোকা, ইঁদুর ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবমুক্ত স্থানে উপকরণ রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ন্যাপথলিনজাতীয় ওষুধ দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

অধিবেশনঃ ০৫-০৬	শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার করে পাঠ অনুশীলন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন (১ম-২য় এবং ৩য়- ৫ম শ্রেণি);

খ. পাঠ পর্যবেক্ষণপূর্বক তা উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ ক

চেকলিস্টঃ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- পাঠের বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করা
- শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন নির্দেশক অংশটুকু ভালোভাবে পড়া
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি
- মানসিক প্রস্তুতি
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ)
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

অংশ খ

পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলিঃ (হ্যাঁ/ না/আংশিক) লিখুন

১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

২. শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কি না?

৩. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?

৪. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কি না?

৫. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?

৬. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না?

৭. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কি না?

৮. দলগত /জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না?

৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেওয়া হয়েছে কি না?

১০. পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

১১. ব্যতিক্রম কিছু লক্ষণীয় হয়েছে কি না?

অংশ গঃ পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শ্রেণিঃ	**বিষয়ঃ**	**পাঠ শিরোনামঃ**
শিখন-শেখানো যোগ্যতা	**শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)**	**প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন**
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখন পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহারে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মূল্যায়ন পর্ব		
মূল্যায়ন কৌশল		
মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থাপনা		
শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নামঃ----------

রোল/রেজিঃ নং----------

সহায়ক গ্রন্থ

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর), ২০২১

২. শিক্ষক সহায়িকা, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত), প্রথম শ্রেণি, ২০২৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৩. শিক্ষক সহায়িকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), দ্বিতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পিইডিপি-৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫. শিক্ষকদের জন্য তথ্যপুস্তিকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা, ডিপিএড বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৭. পাঠ্যপুস্তক, সামাজিক বিজ্ঞান (৩য় - ৫ম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।